بسم الله الرحمن الرحيم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَرَّمَنَا بِالْعِلْمِ وَالْبَیَانِ ۞ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی عَالِمِ مَا یَكُوْنُ وَمَا كَانَ
আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
International Razvia Ulama Parishad
প্রতিষ্ঠাতা-পৃষ্ঠপোষক: পীরে ত্বরীকৃত মুফ্তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী (মা.জি.আ.)
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা, বাংলাদেশ
দাপ্তরিক কার্যালয় : ১১০, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Central Branch : Razvia Dargah Sharif, Netrakona, Bangladesh
Official Branch : 110, Fakirapool, Dhaka-1000, Bangladesh
Mobile : + 88 01747138181, 01822835743, 01845791452, 01726151953

♦ তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৮ইং।

ফাত্ওয়া

♦ **প্রশ্নকারী: মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ্ রেজভী, সংযুক্ত আরব আমিরাত।**

❑ **প্রশ্ন: 'কোন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে কোন একটি গুণকে যদি অস্বীকার করে, তাহলে সে ও তাকে সমর্থনকারীরা কাফির হয়ে যাবে'– এ মর্মে পবিত্র কুরআনে কোন আয়াত কারীমা রয়েছে কি? দয়া করে জানাবেন।**

✍ **জবাব:** হ্যাঁ, এ মর্মে পবিত্র কুরআন কারীমে আয়াতে কারীমা বিদ্যমান রয়েছে। সূরা আত্-তাওবাহ্তে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ﴾

–'হে মাহ্বুব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তারা বলবে, আমরা তো এমনি খেল-তামাশার মধ্যে ছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে কি বিদ্রুপ করছিলে? মিথ্যা অজুহাত রচনা করো না, নিশ্চয় তোমাদের ঈমানের পরও তোমরা কাফির হয়ে গেছ।' (সূরা আত্-তাওবাহ্: ৬৫-৬৬)

এ আয়াত কারীমার শানে নুযুল প্রসঙ্গে ইবনু আবী শায়বাহ্, ইবনু মুন্যির, ইবনু আবী হাতিম, আবু শায়খ ইমাম মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِهٖ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ﴾ قال: قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ أَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِيْ كَذَا وَكَذَا فِيْ يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدْرِيْهِ مَا الْغَيْبُ؟

–'(কোন এক ব্যক্তির উটনি হারিয়ে যায় এবং সে তা খোঁজ করতে লাগলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার উটনি ওমুক যায়গায় পাবে। তা শুনে) মুনাফিকদের থেকে এক ব্যক্তি বলল যে, আমাদেরকে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: ওমুকের উটনিটি ওমুক উপত্যকায় ওমুক দিন (পাওয়া যাবে)। সে গায়বের কি জানে?' (এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত দু'টি নাযিল করেন)। (ইমাম সুয়ূতী, আদ্-দুররুল্ মানছূর, খন্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ৪২৬; ইমাম তাবারী, তাফসীর-ই-তাবারী, খন্ড: ১১, পৃষ্ঠা: ৫৪৬)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা দু'টিতে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি গুণ– **'তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতায় গায়ব (অদৃশ্য বিষয়) জানেন'**– বিষটি অস্বীকারের কারণে বাহ্যিক ঈমান আনার পরও আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ফাত্ওয়া দিয়েছেন। আল্লাহ্ ফরমান: لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ (মিথ্যা অজুহাত রচনা করো না, নিশ্চয় তোমাদের ঈমানের পরও তোমরা কাফির হয়ে গেছ)। অর্থাৎ- নবী পাকের গুণ- ইলমে গায়ব অস্বীকার করেছ, এখন আর কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয় বরং তোমরা এর ফলে কাফির হয়ে গেছ। আয়াতে বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যার থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, রাসূলুল্লাহ্'র কোন গুণ অস্বীকারকারীর সাথী বা সমর্থকও এ হুকুমের শামিল। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

মুহাম্মদ আলমগীর হোসাইন রেজভী আন্-নাজিরী
সমন্বয়ক: গবেষণা ও ফাত্ওয়া বিভাগ
আন্তর্জাতিক রেজভীয়া উলামা পরিষদ
রেজভীয়া দরগাহ্ শরীফ, নেত্রকোণা
ই-মেইল: alamgirnajiry@gmail.com